বার্ষিক প্রতিবেদন
২০০৩-০৪

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকারি নীতি নির্ধারণে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যপরিধি অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। মন্ত্রিসভা গঠন, মন্ত্রীগণের দায়িত্ব বন্টন, মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠান, মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ গঠন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্পৃক্ততার কারণে এ বিভাগের কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব রয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মপরিধি ও সম্পাদিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে এ বিভাগের সার্বিক ও বস্তুনিষ্ঠ পরিচিতি তুলে ধরতে এবং ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডে সহায়ক ভূমিকা রাখতে প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আশা করি ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটির বিভিন্ন তথ্য রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার উপযোগী হবে এবং পাঠকগণকে এ বিভাগের পরিচিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে সক্ষম হবে।

এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(ড. সা'দত হুসাইন)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরিচিতি	১-২
২।	সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	৩
৩।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার কর্মবন্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪-৯
	(ক) মন্ত্রিসভা অধিশাখা	৪
	(খ) রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা	৪
	(গ) প্রশাসন অধিশাখা	৫-৬
	(ঘ) বিধি ও সেবা অধিশাখা	৬
	(ঙ) জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা	৭
	(চ) ফৌজদারি বিচার অধিশাখা	৮
	(ছ) অর্থনৈতিক অধিশাখা	৯
	(জ) প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা	৯
৪।	২০০৩-০৪ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহের বিবরণঃ	১০-১১
৫।	২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইন,বিধি ও নীতিঃ	১২
৬।	২০০৩-০৪ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ	১৩-২৩
৭।	পরিশিষ্ট - কঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো	

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cabinet Affairs) এর অধীনে একটি বিভাগ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন উক্ত মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় নামে অভিহিত হয়। ১৯৮২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। অক্টোবর ১৯৯১ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণর্ প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য এবং সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যার প্রভাব সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে।

২। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি অন্যতম দায়িত্ব। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সচিব সভায় মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়। তাছাড়া এ সভায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাসিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, এসব সভায় মন্ত্রণালয়/বিভাগের সার্বিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তরবন্টন ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ; মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/চীফ হুইপ/প্রতিমন্ত্রী/ হুইপ/উপমন্ত্রী/সমরূপমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দকে জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ, আইনশৃঙখলা পরিস্থিতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং সরকারের জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও চলমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান; মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী এর পদমর্যাদা প্রদান; মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান পরিচালনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি; জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সংগীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স এবং রুলস্ অব বিজনেস প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মবন্টন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা; মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সেবামূলক কার্যাদি সম্পাদন ইত্যাদি বিষয়সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সমর পুস্তক, খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি প্রণয়ন, বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। জাতীয় পুরস্কার ও স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান, রাষ্ট্রীয় তোষাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি, সি আই পি নির্বাচন সম্পর্কিত কার্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সম্পাদন করে।

৪। সমগ্র দেশের ফৌজদারি বিচার প্রশাসন (ম্যাজিস্ট্রেসি) পরিচালনা; বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের তদারকি ও সমন্বয়সাধন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কাজ। **এছাড়া** নিকার সভা অনুষ্ঠান; নিকার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুসরণ; বিভাগ, জেলা, উপজেলা, থানা ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ; নতুন বিভাগ/জেলা/উপজেলা/থানা সৃষ্টি; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন।

৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচেছদ এবং কার্যবিধিমালার ১৬(৬) বিধি মোতাবেক ইংরেজি বৎসরের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন, রুলস্ অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর ২৫(১) বিধি অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সংকলন এবং রুলস্ অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর ২৫(৩) বিধি অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংকলনপূর্বক মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৬। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন, পুনর্গঠন, সংশোধন করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি।

৭। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিশেষ সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে ঃ

- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি;
- যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগীতা বিদ্যমান নেই সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করার জন্য গঠিত সচিব কমিটি;
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি);
- নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকাণ্ড চারটি অনুবিভাগের অধীনে ৮টি অধিশাখার আওতায় সম্পাদিত হয়। ৮টি অধিশাখার অধীনে ২৩টি শাখা, ১টি হিসাব ইউনিট, ১টি কম্পিউটার সেল, ১টি পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ ইউনিট এবং ১টি সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সর্বমোট লোকবল ছিল ১৬৪ জন। বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সর্বমোট লোকবল ১৬৮ জন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য একজন অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন। এছাড়া চারজন যুগ্ম সচিব চারটি অনুবিভাগের দায়িত্বে আছেন।

যুগ্ম সচিবের অধীনস্থ অধিশাখাসমূহ নিম্নরূপঃ

যুগ্ম সচিব (মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট)	১। মন্ত্রিসভা অধিশাখা ২। রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন ও বিধি)	১। প্রশাসন অধিশাখা ২। বিধি ও সেবা অধিশাখা
যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)	১। জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা ২। ফৌজদারি বিচার অধিশাখা
যুগ্ম সচিব (কমিটি ও উন্নয়ন)	১। অর্থনৈতিক অধিশাখা ২। প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা

প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন উপসচিব এবং ২৩টি শাখার প্রতিটির দায়িত্ব পালন করেন একজন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। হিসাব ইউনিটে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। এছাড়াও প্রশাসন অধিশাখার আওতায় কম্পিউটার সেলে একজন প্রোগ্রামার ও দুইজন কম্পিউটার অপারেটর নিয়োজিত রয়েছেন। প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জন প্রশাসন সংস্কার সেলে একজন সিনিয়র সহকারী প্রধান কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে 'গবেষণা ও সংস্কার সেল' নামে একটি নতুন সেল খোলা হয়েছে। একজন সিনিয়র সহকারী প্রধান এই সেলের দায়িত্বে আছেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার কর্মবন্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মন্ত্রিসভা অধিশাখা

১। মন্সিসভা বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান করাই মন্সিসভা অধিশাখার প্রধান দায়িত্ব। এই অধিশাখার অন্যান্য কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রেরিত মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষা করে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠক আহবান ও কার্যপত্র প্রেরণ, মন্ত্রিসভা বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ এবং মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণের অবলোকনের জন্য উক্ত কার্যবিবরণী প্রেরণ ও ফেরত গ্রহণ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিতকরণ, মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সচিবের নিকট প্রেরণ, সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সচিব সভার সাচিবিক দায়িত্ব পালন৷

২৷ নিম্নোক্ত ৩টি শাখার মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) মন্ত্রিসভা বৈঠক শাখা
(খ) বাস্তবায়ন-১ শাখা
(গ) বাস্তবায়ন-২ শাখা।

রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচেছদ এবং Rules of Business, 1996 এর rule 16(vi) মোতাবেক ইংরেজি বছরের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে এবং নতুন জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ সংকলন, প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ; Rules of Business, 1996 এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সংকলন এবং Rules of Business, 1996 এর rule 25 (3) অনুসরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান; মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যে কোন বিষয়ের উপর ব্রীফ/সংলেখ প্রস্তুতকরণ; মন্ত্রিসভা বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী বাঁধাই ও সংরক্ষণ;সমর পুস্তক, খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখার থেকে সম্পাদন করা হয়৷

২৷ নিম্নোক্ত ২টি শাখার মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) রিপোর্ট শাখা
(খ) রেকর্ড শাখা৷

প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন অধিশাখা মূলত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পাদন করে থাকে৷ প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের পদায়ন এবং কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, স্থায়ীকরণ, পদসৃষ্টি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছুটি, পেনশন, বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি প্রশাসনিক বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরণের ভাতা, ভবিষ্য তহবিল, গৃহ নির্মাণ ঋণ, কম্পিউটার, মোটরকার ও মোটর সাইকেল ঋণ মঞ্জুর, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বাসস্থান বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল প্রকার স্টেশনারি/মনিহারী দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, টেলিফোন, যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান;
- পাক্ষিক ও মাসিক বিভাগীয় সমন্বয় সভার যাবতীয় কার্যাদি, বিভিন্ন সেমিনার/সভা/ সম্মেলন/উৎসব আয়োজন ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাকরণ;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবন্টন;
- পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবদের বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাস/মিশন/আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সি আই পি নির্বাচন;
- কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আন্তর্জাতিক পুরস্কার/পদক/খেতাব গ্রহণের জন্য বাংলাদেশী নাগরিকদের অনুমোদন প্রদান এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- তোষাখানা নীতি প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় তোষাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকী;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষপত্তিকরণ;
- সচিবালয় প্রবেশের সুবিধা বঞ্চিত নাগরিকদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রতিকার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অভিযোগ/আবেদন পত্র গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ ;
- এ বিভাগে প্রেরিত পত্রাদি গ্রহণ ও বিতরণ এবং এ বিভাগ হতে অন্যত্র পত্রসমূহ বিলি বন্টন সংক্রান্ত কাজ।

২। নিম্নোক্ত শাখাসমূহের মাধ্যমে প্রশাসন অধিশাখা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করছেঃ

(ক) সংস্থাপন শাখা
(খ) সাধারণ সেবা শাখা
(গ) সাধারণ শাখা
(ঘ) গোপনীয় ও তোষাখানা শাখা
(ঙ) হিসাব শাখা
(চ) সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্র
(জ)কম্পিউটার সেল।

বিধি ও সেবা অধিশাখা

বিধি ও সেবা অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর বন্টন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সংসদ সম্পর্কিত কার্যবন্টন।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন,সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সঙ্গীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স, রুলস্ অব বিজনেস, এলাকেশন অব বিজনেস ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা;
- বিভিন্ন বৈঠকের জন্য মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ বরাদ্দ;
- মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের বেতন, ভ্রমণ ভাতা, মহার্ঘ ভাতা, বাড়িভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ব্যয় নিয়ামক ভাতা, আসবাবপত্র সরবরাহ, পৌরকর, ওয়াসা ও বিদ্যুৎ, প্রহরী কক্ষ নির্মাণ, নিজস্ব বাড়ি মেরামত, মন্ত্রিসভা বৈঠকের আপ্যায়ন ব্যয় ও ঐচ্ছিক মঞ্জুরি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত কার্য সম্পাদন।

২। বিধি ও সেবা অধিশাখার আওতাধীন নিম্নবর্ণিত ৩টি শাখার সমন্বয়ে বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) বিধি শাখা
(খ) মন্ত্রিসেবা শাখা
(গ) মন্ত্রী ও সচিব সেবা শাখা।

জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা

এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী বিভাগ, জেলা ও উপজেলার সাধারণ প্রশাসন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা প্রশাসন অধিশাখার মাধ্যমে এই দায়িত্ব সম্পাদন করছে। জেলা প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

- মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/চীফ হুইপ/ প্রতিমন্ত্রী/ হুইপ/উপমন্ত্রী/সমরূপ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দকে জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ, আইনশৃঙখলা পরিস্থিতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং সরকারের জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও চলমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান;
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়ে নীতি নির্ধারণমূলক সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়সমূহ;
- মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা ও তদন্ত করা এবং বিভাগীয় মামলা রুজুর অনুমোদন প্রদান, তদন্তের পর প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ, সুপারিশের ভিত্তিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ;
- বিভাগীয় ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উক্ত প্রতিবেদনসমূহের ভিত্তিতে সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুত; আইন-শৃঙখলা সংক্রান্ত প্রাপ্ত বিশেষ প্রতিবেদন সমূহ পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;
- জেলা প্রশাসকগণের সাময়িক ও বার্ষিক কর্মতৎপরতা মূল্যায়ন;
- দেশের আইন-শৃঙখলা এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উদ্ভত বিভিন্ন সমস্যাদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে জাতীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারদের সভা/সম্মেলন অনুষ্ঠান;
- জেলা প্রশাসক সম্মেলন অনুষ্ঠান;
- বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ- বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি উদ্‌যাপনের বিষয়ে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- মাঠ পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা;
- জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয় নিষপত্তি করা।

২। জেলা ও মাঠপ্রশাসন অধিশাখা নিম্নোক্ত ৪টি শাখার মাধ্যমে জেলাপ্রশাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেঃ

(ক) মাঠ পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন শাখা;

(খ) মাঠ প্রশাসনের সমন্বয়ধর্মী ও বিশেষ কার্যাবলী শাখা;

(গ) মাঠ প্রশসানের অভিযোগ শাখা;

(ঘ) মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা।

ফৌজদারি বিচার অধিশাখা

ফৌজদারি বিচার অধিশাখা সমগ্র দেশের ফৌজদারি বিচার প্রশাসন (ম্যাজিস্ট্রেসি) পরিচালনা, দিক নির্দেশনা প্রদান, সম্পাদিত কার্য মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে৷

ফৌজদারি বিচার অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

- প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রিয়াল ক্ষমতা অর্পণ/প্রত্যাহার ও পুনঃপ্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- ম্যাজিষ্ট্রেটদের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহের তদন্ত/নিষপত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মাসিক পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি ও আইনশৃঙখলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসমূহ পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন;
- চাঞ্চল্যকর মামলার অগ্রগতির জন্য গঠিত জেলা কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা ;
- চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসহ সকল ফৌজদারি আদালতের ম্যাজিষ্ট্রেটদের বিচারকার্য পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;
- ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;
- জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত ফৌজদারি মামলার মাসিক বিবরণী পর্যালোচনা ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;
- মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আইনশৃঙখলা কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- ফৌজদারি বিচার বিষয়ক নীতিমালা, নির্দেশাবলি,পরিপত্র এবং সাধারণ যোগাযোগ৷

২৷ ফৌজদারি বিচার অধিশাখা নিম্নোক্ত ৩ টি শাখার মাধ্যমে ফৌজদারি বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করছেঃ

(ক) ফৌজদারি নীতি ও সংগঠন শাখা;

(খ) ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা;

(গ) ফৌজদারি মামলা নিষপত্তি ও আইনশৃঙখলা শাখা ।

* * বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাদি ফৌজদারি বিচার অধিশাখার আওতাভুক্ত৷

অর্থনৈতিক অধিশাখা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন, পুনর্গঠন, সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম অর্থনৈতিক অধিশাখার মাধ্যমে সম্পাদন করে। এসএসবি, এনইসি ও একনেক সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক কাজ এই অধিশাখা থেকে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া অর্থনৈতিক অধিশাখার মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি
- যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগীতা বিদ্যমান নেই সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করার জন্য গঠিত সচিব কমিটি।

২। অর্থনৈতিক অধিশাখার আওতায় নিম্নোক্ত ২টি শাখা রয়েছেঃ

(ক) কমিটি বিষয়ক শাখা
(খ) ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা।

প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা

প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিশেষ সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান, উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত কাজ, স্বাধীনতা ও জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশাবলি প্রণয়ন; নিকার'সভা অনুষ্ঠান ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান, 'নিকার' সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নসহ এর আওতাভূক্ত অন্যান্য বিষয়াদি; বিভাগ, জেলা, উপজেলা ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ; নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্রের গঠনপ্রকৃতি, অবশ্যকরণীয় বিষয়াদি ও এগুলো স্থাপনের বিস্তারিত রীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা সম্পাদন করে। প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে ঃ

- জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনা বিষয়ক সচিব কমিটি;
- জেলাসদরের কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি;
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি);
- নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

২। প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখার আওতায় নিম্নোক্ত ২টি শাখা ও একটি সেল রয়েছেঃ

(ক) প্রকল্প ও সুশাসন শাখা
(খ) নিকার শাখা
(গ) গবেষণা ও সংস্কার সেল।

২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত বৈঠকসমূহ

১। মন্ত্রিসভা বৈঠকঃ প্রতিবেদনাধীন (২০০৩-২০০৪) অর্থবছরে মোট ৪৩টি মন্ত্রিসভা বৈঠকের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করা হয়েছে। এসকল সভায় ১৪৩টি সূচিভিত্তিক এবং ২৫টি বিবিধ সিদ্ধান্তসহ মোট ১৬৮টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তন্মধ্যে ৭৪টি সিদ্ধান্ত প্রতিবেদনাধীন বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে।

২। মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠকঃ প্রতিবেদনাধীন (২০০৩-০৪) অর্থবছরে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির মোট ১২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ৫৩টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির মোট ১১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ৩৭ টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসকল সভায় 'বেগম রোকেয়া পদক, ২০০৩' 'একুশে পদক ২০০৪' ও 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০০৪' প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়।

৩। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকঃ

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক উপস্থাপিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাসিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৪(চার)টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মন্ত্রী ও সচিবগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্ণিত সভাসমূহে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সার্বিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৪৪টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এসকল সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং করা হয়েছে।

(খ) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ২টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনিক, আইন-শৃঙখলা, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করেন । সচিব সভায় প্রদত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ মন্ত্রিপরিষদ সচিব স্বাক্ষরিত উপানুষ্ঠানিক পত্রের মাধ্যমে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অবহিত করা হয়েছে।

(গ) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ এ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) এর ৮৯ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে৷

(ঘ) মাঠ পর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ২৮-৩০ জানুয়ারি জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০০৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে৷

(ঙ) মন্ত্রিসভা বৈঠকসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ৮টি সচিব সভা এবং ২টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ১৮টি সভা, নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ০২টি সভা, জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটি (এনএমসি) এর ০১টি সভা এবং কিশোরগঞ্জ দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ডের উপর ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে৷

(চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ/ অধিশাখা/ শাখা-এর কার্যাবলি মনিটরিং-এর লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতিমাসের ৬ তারিখে ১টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে৷ এছাড়াও উপসচিব ও তদুধর্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতিমাসের ২০ তারিখে পৃথক ১টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে৷ প্রতিবেদনাধীন (২০০৩-০৪) অর্থবছরে মোট ২৪(চবিবশ)টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

<u>প্রতিবেদনাধীন (২০০৩-০৪) অর্থবছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়নঃ</u>

২০০৩-০৪ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

(ক) The President's (Remuneration and Privileges) Act, 1975 অধিকতর সংশোধনকল্পে The President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2003 প্রণীত হয়েছে৷

(খ) The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) Act, 1975 অধিকতর সংশোধনকল্পে The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2003 প্রণয়ন করা হয়েছে৷

(গ) Ministers, Ministers of state and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 অধিকতর সংশোধনকল্পে Ministers, Ministers of state and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2003 প্রণয়ন করা হয়েছে৷

(ঘ) Rules of Business, 1996 এর Schedule –1(Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions) সংশোধনপূর্বক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যবন্টন তালিকা সংশোধন করা হয়েছে৷

(ঙ) Rules of Business, 1996 এর Schedule –1 সংশোধনপূর্বক বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যবন্টন তালিকা সংশোধন করা হয়েছে৷

(চ) Rules of Business, 1996 এর Schedule –1 সংশোধনপূর্বক বস্ত্র মন্ত্রণালয় ও পাট মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে 'বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়' এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে 'খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়' গঠনপূর্বক কার্যবন্টন তালিকা সংশোধন করা হয়েছে৷

প্রতিবেদনাধীন (২০০৩-০৪) অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

২০০৩-০৪ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

১. জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলিঃ

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচেছদ এবং Rules of Business, 1996 এর rule 16(VI) মোতাবেক ২০০৪ সালের জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ সংকলন, প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদন গ্রহনক্রমে চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে৷

(খ) ২৭ জানুয়ারি ২০০৪ তারিখে প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়েছে।

(গ) ২৫ মার্চ ২০০৪ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব রিয়াজ রহমান এর পদত্যাগ পত্র মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।

(ঘ) ২৫ মার্চ ২০০৪ তারিখে আলহাজ্জ্ব আলতাফ হোসেন চৌধুরীকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান এবং জনাব রিয়াজ রহমানকে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধাসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

(ঙ) অষ্টম জাতীয় সংসদের নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতির দপ্তর এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং যেসকল মন্ত্রণালয়ে কোন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয় নাই অথবা যে সকল মন্ত্রণালয়ে শুধুমাত্র প্রতিমন্ত্রীগণ নিয়োজিত রয়েছেন, জাতীয় সংসদে সেই সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংসদ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীগণের মধ্যে বিভাজন করা হয়েছে৷ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী দেশের বাইরে অথবা ঢাকার বাইরে অবস্থান করলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালনের জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে৷

(চ) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত সকল কাজ উক্ত মন্ত্রণালয়ে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট গৌতম চক্রবর্তীকে অবহিত ও সম্পৃক্ত রেখে সম্পাদনের জন্য ১০ জুলাই ২০০৩ তারিখে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

(ছ) এনজিও সংক্রান্ত সকল বিষয় এনজিও বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ লুৎফর রহমান খান (আজাদ)কে অবহিত ও সম্পৃক্ত রেখে সম্পাদনের জন্য ০২ জুন ২০০৪ তারিখে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

(জ) ০৬ মে ২০০৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীগণের দায়িত্ব পুনর্বন্টন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
(ঝ) ০৯ মে ২০০৪ তারিখে জনাব আসাদুল হাবিব (দুলু)কে নবগঠিত খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(ঞ) মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/চীফ হুইপ/প্রতিমন্ত্রী/হুইপ/উপমন্ত্রী/সমরূপ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ আইন-শৃঙখলা পরিস্থিতি, ত্রাণ ও পুনবার্সন কার্যক্রম এবং সরকারের জনকল্যাণধর্মর্ী কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও চলমান অবস্থান পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং-এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন সংশোধন করে খুলনা ও যশোর জেলা এবং ঝালকাঠি ও বরগুনা জেলার দায়িত্ব পুনর্বন্টন করা হয়েছে।

(ট) ২০০৩-০৪ অর্থবছরে নিম্নোক্ত দেশসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি সফরকালে ঢাকা ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তনকালে প্রটোকল সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছেঃ

(১) ইসলামী সম্মেলন সংস্থার দশম শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য ১৫ অক্টোবর ২০০৩ থেকে ১৭ অক্টোবর ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত মালয়েশিয়া সফর উপলক্ষে;
(২) ১৩ নভেম্বর ২০০৩ থেকে ২৩ নভেম্বর ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত সৌদি আরব সফর উপলক্ষে;
(৩) জেনেভায় অনুষ্ঠিত World Summit on the Information Society (WSIS) এর প্রথম সম্মেলনে যোগদানের জন্য ০৯ ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে ১৩ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত জেনেভা সফর উপলক্ষে;
(৪) ১২তম সার্ক সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে ৩ জানুয়ারি ২০০৪ থেকে ৬ জানুয়ারি ২০০৪ পর্যন্ত পাকিস্তান সফরকালে;
(৫) ২৩-০১-০৪ হতে ২৬-০১-০৪ তারিখ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া ও ব্রুনাইতে সরকারি সফর উপলক্ষে;
(৬) সাংহাইতে দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক সম্মেলনে যোগদানের জন্য ২৪ মে ২০০৪ থেকে ২৭ মে ২০০৪ তারিখ পর্যন্ত চীন সফর উপলক্ষে।

(ঠ) Rules of Business,1996 এর rule-25(3) অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০০২-০৩ অর্থ বছরের প্রতিবেদন ০৮ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়েছে৷

(ড) ২০০৩-০৪ অর্থবছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১৫ নভেম্বর ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় 'বেগম রোকেয়া পদক ২০০৩ ' প্রদানের জন্য ২ জনকে সুপারিশ করা হয়; ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ১০ জনকে 'একুশে পদক' প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয় এবং ১০ মার্চ ২০০৪ ও ১৩ মার্চ ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ৭(সাত) জন সুধী ও ৩(তিন)টি প্রতিষ্ঠানকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০০৪' প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়৷ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর সুপারিশকৃত ব্যক্তিত্বগণকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে পদক প্রদান করা হয়েছে।

(ঢ) প্রতিবেদনাধীন (২০০৩-০৪) অর্থ বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ০৭টি মন্ত্রিসভা কমিটি ও বিভিন্ন বিষয়ে ০৪টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে৷ তাছাড়া ০২টি কমিটি পুনর্গঠন এবং মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীগণের দপ্তর পুনর্বন্টন করার প্রেক্ষিতে ১১টি মন্ত্রিসভা কমিটি/পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে৷ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ তারিখে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিষদ গঠন করা হয়৷ ১৭ এপ্রিল ২০০৪ তারিখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন সম্প্রসারণ এবং এর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCST) গঠন করা হয়েছে এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (NCST) পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(ণ) নিকার সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৩০ মার্চ ২০০৪ তারিখে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন সমন্বয়ে তিতাস উপজেলা গঠন করা হয় ;

(ত) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে শূন্য পদে লোক নিয়োগ সংক্রান্ত সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত সাময়িক স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হয়েছে, অর্থাৎ এখন থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে শূন্য পদে লোক নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ছাড়পত্র/অনুমোদন সংগ্রহের প্রয়োজন হবে না৷

(থ) সকল ক্রয় বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান/পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং অগ্রিম অর্থ প্রদান না করা সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত জারি করা হয়েছে৷

(দ) চুক্তিকালীন কনসালটেন্ট ফার্ম কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে কোন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক পরিবর্তন বা সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদান না করার জন্য এবং এরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন গ্রহণের জন্য সরকারি সিদ্ধান্ত জারি করা হয়েছে৷

(ধ) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপনের সার্বিক দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পালন করবে মর্মে সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে৷

(ন) দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার নিয়োগের নিমিত্তে সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত বাছাই কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করা হয়েছে৷

(প) জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৭ নভেম্বর সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ভবনসমূহে এবং বিদেশী দূতাবাসসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(ফ) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সর্বোচচ অগ্রাধিকারভিত্তিতে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে হবে৷ কোন কারণে কোন সিদ্ধান্ত বা তার অংশ বিশেষ বাস্তবায়ন করা অসম্ভব প্রতীয়মান হলে সে সিদ্ধান্ত বা তার অংশ বিশেষ সংশোধন বা বাতিল করার প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করতে হবে মর্মে সরকারি সিদ্ধান্ত জানিয়ে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে৷

(ব) নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগ বহির্ভূত সংস্থা, বিদেশী বা বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার/ওয়ার্কশপে অফিস চলাকালীন সময়ে পদস্থ কর্মকর্তাগণকে (১১,৭০০/- ১৩,৫০০/- বা তদুধর্ব স্কেলে) অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

(ভ) বেনিনে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ১৫ জন বাংলাদেশী সেনা কর্মকর্তার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে জাতীয় পর্যায়ে শোক দিবস পালন এবং উক্ত দিবসে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ভবনসমূহে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে মর্মে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(ম) যে সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ফৌজদারি মামলার বিচারিক দায়িত্ব পালনে বিরত আছেন তাঁদেরকে অনতিবিলম্বে ফৌজদারি মামলার বিচারিক দায়িত্ব নিয়মিতভাবে পালনের জন্য নির্দেশনা জানিয়ে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

(য) মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যক্রম ও কর্মকর্তাগণের সার্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে অবস্থান মনিটরিং-এর লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা, বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক ৪৬টি জেলা ও ৪৬৯টি উপজেলা ১ম পর্যায়ের ভিজিট সম্পন্ন করা হয়েছে৷ আরো নিবিড়ভাবে পরিদর্শনের লক্ষ্যে ২য় পর্যায়ের পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৪৮টি জেলা এবং ৩০৮টি উপজেলা পরিদর্শন করা হয়েছে৷ অনুরূপভাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অধীনস্ত মাঠ পর্যায়ের অফিস/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে৷ জেলা ও উপজেলা ভিজিট/পরিদর্শন প্রতিবেদনে বর্ণিত বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণকে পত্র দেয়া হয়েছে এবং গৃহীত কার্যক্রম মনিটর করা হয়েছে৷

(র) ২০০৩-০৪ অর্থবছরে মোট ৭৬ জন ২য় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে৷

(ল) চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক মামলাসমূহ পর্যালোচনার জন্য গঠিত জেলা মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে৷

(শ) বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট থেকে প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সংকলনপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২৪টি পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এবং জেলা প্রশাসক এবং চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট থেকে সাপ্তাহিক আইনশৃঙখলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সংকলনপূর্বক ৫২টি সাপ্তাহিক আইনশৃঙখলা প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে।

(ষ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

<u>প্রশাসন/সুশাসন সংক্রান্তঃ</u>

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদসমূহ যথাপদ্ধতি অনুসরণপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে পদোন্নতি বা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে সার্কুলার জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় সকল অতীব গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদ পূরণ করা হয়েছে;
- ৩১অক্টোবর ২০০৪ এর মধ্যে নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শূন্যপদের অন্ততঃ ৭০ শতাংশ পদ পূরণ করার জন্য সরকারি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে;
- ১৭ নভেম্বর ২০০৩ তারিখে ২২তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ২,২২৬ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে;
- জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার স্বার্থে ২০০০ নার্স নিয়োগ করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য সহকারীর ৩,০০০ পদ পূরণের জন্য লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের পর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সুষমভাবে ডাক্তার পদায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলা কমপ্লেক্সে ন্যূনতম তিনজন ডাক্তার পদায়নের জন্য সরকারি নির্দেশনা জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং এর ফলে উপজেলাসমূহে ন্যূনতম তিনজন ডাক্তার পদায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ এর মধ্যে বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে কলেজ শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করার জন্য সরকারি নির্দেশনা জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং তদপ্রেক্ষিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- সকল মন্ত্রণালয়কে তাদের আওতাধীন মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহ পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা জারি করা হয়েছে;

- যে সকল অডিট আপত্তি আর্থিক সংশ্লেষের প্রেক্ষাপটে অবলোপনযোগ্য বিবেচিত হবে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সে সকল অডিট আপত্তিসমূহ ত্রিপক্ষীয় সভা অথবা পাবলিক একাউন্টস কমিটির মাধ্যমে অবলোপনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার সরকারি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগের কর্মকর্তাদের কর্মস্থলে (Duty Station) সার্বক্ষনিকভাবে অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

আইনশৃঙখলা সংক্রান্তঃ

- বিচারের রায় চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ডেথ রেফারেন্সসমূহ দ্রুত নিষপত্তিকরণের জন্য সরকারি নির্দেশনা জ্ঞাপন করা হয়েছে;
- ‘কনডেম সেলে’ বিদ্যমান প্রকট আবাসন সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামিদের জন্য High Security Prison নির্মাণের জন্য সরকারি নির্দেশনা জ্ঞাপন করা হয়েছে;
- অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের জন্য সরকারি নির্দেশনা জ্ঞাপন করা হয়েছে;
- উপজেলা/থানার আয়তন, লোকসংখ্যা, সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানার সংখ্যা ও অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদির ভিত্তিতে কেবলমাত্র স্পর্শকাতর উপজেলা/থানার পুলিশ বাহিনীর জনবল বৃদ্ধির জন্য সরকারি নির্দেশনা জ্ঞাপন করা হয়েছে;
- যে সকল জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের স্বল্পতা রয়েছে ঐসব জেলায় ফৌজদারি বিচার কার্য ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে যেসব জেলায় অধিক সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছে সেসব জেলা থেকে ম্যাজিস্ট্রেটদের বদলীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট পদায়ন ও সহায়ক ব্যবস্থাদি গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থনৈতিকঃ

- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির ধারা যাতে বজায় থাকে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য এবং অভ্যন্তরীণ মুদ্রার চাহিদা ও আমদানি রপ্তানির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার সরকারি সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে এবং দেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধিতে যাতে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে;
- ঈশ্বরদী ইপিজেড-এ কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য সরকারি সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং তদপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরদী ইপিজেড-এ শ্রীলংকার বিনিয়োগে ৩(তিন)টি কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের বিষয় বেপজা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;
- বিভিন্ন সংস্থার নিকট বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের বিপুল পরিমাণ পাওনা আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত অবহিত করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী সভা অনুষ্ঠান এবং পাওনা আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে৷

উৎপাদন সংক্রান্তঃ

- বিদ্যুৎসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে কঠোর প্রশাসনিক শৃঙখলা বজায়; পিডিবি, ডেসা ও আরইবিতে সিস্টেম লস কমানোর প্রচেষ্টা জোরদারকরণ; বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহ; সেচ কাজে নিরবচিছন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে;
- উন্নতজাতের Black Bengal ছাগল এবং উন্নতজাতের ভেড়া উৎপাদনের লক্ষ্যে বিএলআরআই এর গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে;

- বস্ত্র শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাসমূহের ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রদান; চিনি উৎপাদন ও চিনি শিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- খাদ্যশস্য উৎপাদন পরিস্থিতি, খাদ্যশস্য মজুদের পরিমাণ ও বাজারদর মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ, জমিতে বিকল্প ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ফসলের চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সারের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে সরকারি সিদ্ধান্ত অবহিত করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে৷

প্রকল্প সংক্রান্তঃ

- চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় পানির ঘাটতি দূরীকরণার্থে জরুরিভাবে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য গঠিত সরকারি সিদ্ধান্ত স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগকে জানানো হয়েছে এবং তদপ্রেক্ষিতে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে হালদা নদীর পানি পরিশোধন করে সরবরাহ করার জন্য ‘মোহরা পানি সরবরাহ প্রকল্প’ গ্রহন করা হয়েছে;
- উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত বিদ্যমান অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা বিভাগকে সরকারি নির্দেশনা জ্ঞাপন করা হয়েছে ;
- সমাপ্ত প্রকল্প/প্রকল্প-কম্পোনেন্টসমূহ দ্রুত উদ্বোধনের জন্য এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের জন্য নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প/প্রকল্প-কম্পোনেন্ট ব্যতিরেকে অন্যান্য সমাপ্ত প্রকল্প/প্রকল্প-কম্পোনেন্টসমূহের গুরুত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/অন্যান্য উচচমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক উদ্বোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারি নির্দেশনা জ্ঞাপন করা হয়েছে৷

২. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যাবলিঃ

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে 'গবেষণা ও সংস্কার সেল' নামে একটি নতুন সেল খোলা হয়েছে। উক্ত সেলে গবেষণাধর্মী কার্যাবলি, একনেক ও এনইসি, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনা ও মন্তব্য প্রণয়ন, উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কর্মসূচি ও বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত কাজ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন শাখাকে একাডেমিক সহায়তা প্রদান করা হয়। একজন সিনিয়র সহকারী প্রধান এই সেলের দায়িত্বে রয়েছেন।

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ১৯৭২ সাল থেকে পুঞ্জিভূত অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৭৮টি, যার আর্থিক সংশ্লেষ ছিল ৬০.২০ লক্ষ টাকা। ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে প্রতিবেদনাধীন বছরে ৭১টি অডিট আপত্তি নিষপত্তি করা সম্ভব হয়েছে। অনিষপন্ন অডিট আপত্তিসমূহে মামলা রয়েছে, যা ঢাকার ৪র্থ সহকারী জজ আদালতে বিচারাধীন আছে।

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কাজের মান উন্নয়ন, গতিশীলতা এবং সৌকর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ১১টি পেন্টিয়াম-৪ মানের কম্পিউটার, ৩টি ক্যানন লেজার প্রিন্টার, ১১টি ইউপিএস, ১টি শ্রেডার মেশিন ও ১টি মাইক্রোওয়েভ ওভেন ক্রয় করা হয়েছে।

(ঘ) বিলুপ্ত দুর্যোগপূর্ণ এলাকার দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত কক্ষসমূহকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের লাইব্রেরী-কাম-কনফারেন্স রুমে রূপান্তর করা হয়েছে এবং নবসৃষ্ট লাইব্রেরী ও কনফারেন্স রুমে ৬০টি চেয়ার, ২৪টি বুকশেল্ফ ও ৬০টি বই সংগ্রহ করা হয়েছে। লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণের জন্য ক্যাটালগিং সিস্টেম চালুর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

(ঙ) জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৫টি পেট্রোল চালিত গাড়ীকে সিএনজি চালিত যানে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

(চ) তোষাখানা রুল্স, ১৯৭৪ অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত ২৬৯ টি উপহার সামগ্রী বঙ্গভবনস্থ তোষাখানায় জমা দেয়া হয়েছে।

(ছ) আইন-শৃঙখলা ও অপরাধ পরিস্থিতির ভিত্তিতে উপজেলা এবং মহানগর থানাসমূহের শ্রেনীবিন্যাস করা হয়েছে।

(জ) পার্বত্য এলাকা বহির্ভূত অন্যান্য জেলাসমূহের দূর্গম উপজেলার একটি তালিকা (সাময়িক) প্রস্তুত করা হয়েছে।

(ঝ) সচিবালয়ে প্রবেশে অসুবিধার সম্মুখীন নাগরিকদের প্রতিকার প্রাপ্তির সুবিধার্থে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় স্থাপিত সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্রে দুর্নীতি সংক্রান্ত/ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ/পুলিশী ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ৭০২টি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে। আবেদনগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

(ঞ) মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং কার্যকরী প্রশাসন ও সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রতি দুইমাস অন্তর নিবিড়ভাবে জেলা ও উপজেলা ভিজিট করছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নির্দিষ্ট ছকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উপজেলা পরিদর্শনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা নিরসন, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাগণের সার্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে অবস্থান নিশ্চিতকরণ ও উপজেলা প্রশাসনের অধিকতর উন্নয়নকল্পে প্রণীত সুপারিশ সরকারের নীতি নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক উপজেলা ভিজিট/ পরিদর্শন প্রতিবেদনে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণকে পত্র দেয়া হয়েছে এবং ভিজিট/পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যেসকল উপজেলা প্রশাসন প্রশংসনীয় ‘A+’ ও ‘A’ মান অর্জন করেছে সেসকল জেলার জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে ধন্যবাদ পত্র দেয়া হয়েছে।

---------× ---------